মেহেরপুরে জিয়া মঞ্চের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে জিয়া মঞ্চের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় মেহেরপুর বিএনপির কার্যালয়ে জিয়া মঞ্চ জেলা শাখার উদ্যোগে এ আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়।

জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মো. সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আজকে তথাকথিত কমিটির নামে হাইব্রিড কিছু লোক হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে এসে বিএনপিকে নেতৃত্ব দিতে চাইছে। শহীদ জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন এবং তারেক রহমান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হলে দেশপ্রেমিক, সৎ ও ত্যাগী নেতাকর্মী ছাড়া সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, আগে যখন আমরা কোর্টে বিভিন্ন মামলার হাজিরা দিতে যেতাম, তখন আমাদের কটাক্ষ করা হতো আজও আপনারা বিএনপি করেন। আর আজ তারা নিজেদের বিএনপি নেতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। গত ১৬-১৭ বছর আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা নির্যাতন, জেল-জুলুম সহ্য করে বিএনপিকে টিকিয়ে রেখেছি। আজ আমরা হাইব্রিডদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি না।

জাহাঙ্গীর বিশ্বাস আরও বলেন, আমাদের লড়াই অব্যাহত আছে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থেকে তারেক রহমানের ৩১ দফার মধ্য দিয়ে আমরা সেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

আলোচনা সভায় জিয়া মঞ্চের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়। এ সময় জিয়া মঞ্চ, বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সঙ্গে মহিলা এমপির মতবিনিময়

মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মির সঙ্গে মেহেরপুর জেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার বিকেলে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল হাসান প্রমুখ।

সভায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দল।

আজ শনিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা রোমানা আহমেদের নেতৃত্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমি

প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে রোমানা আহমেদ বলেন, পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির যেকোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করতে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীন, সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমিন, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সহসভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা, পৌর বিএনপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সালমা খাতুন, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর মনোয়ারা খাতুন, রওশনারা, পেয়ারাসহ জেলা, পৌর ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

এ ছাড়া মহিলা দল নেত্রী নবীনা মল্লিক, ফাতেমা, রুপালি, জ্যোতি, কনা, নাজু, জাকিয়া, চায়না, লায়লা, সুজাতা সেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন এমপি শওকত আরা আক্তার

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩৩ এর সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকালে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে পৌঁছালে বিএনপির নেতাকর্মীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় নেতাকর্মী ও স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে তাকে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন তিনি।

পরে সংসদ সদস্য শওকত আরা আক্তার উর্মি ঐতিহাসিক মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে তিনি ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় তিনি স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, সাংগঠনিক কার্যক্রমের খোঁজখবর নেন এবং ঐতিহাসিক মুজিবনগরের স্মৃতিবিজড়িত স্থান পরিদর্শন করেন। নেতাকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, শৃঙ্খলা ও জনসম্পৃক্ততা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

মুজিবনগরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে মানুষের পাশে থেকে গঠনমূলক ও জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন,সাধারন সম্পাদক কামরুল হাসান,মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমানসহ আরো উপস্থিত ছিল মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল ছাত্রদল ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিল-সমাবেশ

‎দেশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র পরিকল্পিতভাবে দেশে অস্থিতিশীল নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল।

শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ অফিসের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক

প্রদক্ষিণ করে সরকারি মহিলা কলেজ রোডে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে সেখানে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর বিএনপি সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম সেন্টু, জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান।

বিক্ষোভ মিছিলে মেহেরপুর জেলা যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহণ করেন।
‎

গুপ্ত ও সুপ্ত সংগঠনের ঐক্যে বিএনপির প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছে

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, ‘গুপ্ত ও সুপ্ত’ দুটি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপির প্রার্থীদের পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের পরাজিত শক্তি এবং ২০২৪ সালের পরাজিত শক্তির ঐক্য অনেক পুরোনো। এই ঐক্যের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে অজানা হলেও বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিষয়টি ভালোভাবে জানেন।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুরে সাংগঠনিক সফর উপলক্ষে জেলা বিএনপি আয়োজিত

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, “আজ যারা নিজেদের আশির দশকের ছাত্রনেতা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন, তাদের সেই সময়ের ইতিহাসও আমাদের অজানা নয়। আশির দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং একটি নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা বিনির্মাণের সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, অন্যদিকে শেখ হাসিনা আন্দোলন-সংগ্রাম করছিলেন। সেই সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের পেছনে কারা ছুরি চালিয়েছিল, সেটিও ইতিহাসের অংশ।”

তিনি বলেন, ১৯৮৬ সালে এরশাদের পাতানো নির্বাচনে কারা অংশ নিয়েছিল, সেই ইতিহাস সামনে আনলে ‘গুপ্ত ও সুপ্ত’ সংগঠনের ঐক্যের পুরোনো ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমান সময়েও সেই পুরোনো ঐক্য নতুন করে সক্রিয় হয়ে সাত মাস বয়সী একটি সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং নির্বাচনের আগে ও পরে পরিবর্তিত সরকারকে অস্থিতিশীল করার একটি সুপরিকল্পিত অংশ। তিনি দাবি করেন, রাজনৈতিকভাবে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে জনগণের ভোটাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, “মনে রাখবেন, তাদের রাগ যতটা বিএনপির প্রতি, তার চাইতে বেশি রাগ বাংলাদেশের জনগণের প্রতি।” তিনি অভিযোগ করেন, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আদর্শ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়, তারাই জনগণের ভোটাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার রাজনীতি করেছে।

তিনি বলেন, তারা যদি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বিশ্বাস করত, তাহলে ২০১৪ সালের নির্বাচন আয়োজন করত না। পরবর্তী সময়ে দিনের ভোট রাতে করার যে অভিযোগ উঠেছিল, সেটিও তাদের রাজনৈতিক চর্চার অংশ ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, এসব কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে ভোটাধিকার থেকে দূরে রাখা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্টরা ধারণা করেছিল, বাংলাদেশের জনগণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে বিএনপিকে ভোট দেবে। এ কারণেই তারা দীর্ঘদিন ভোটবিমুখী রাজনৈতিক চর্চা করেছে। কিন্তু যখন জনগণকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি, তখন ‘গুপ্ত ও সুপ্ত’

সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

তিনি আরও বলেন, জনগণ এখন এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। কথিত ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো ধরনের অপপ্রচার বা বিভ্রান্তি দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব নয়।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, দেশের জনগণ তাদের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। জনগণের ওপর আস্থা রেখে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। কোনো ষড়যন্ত্র বা বিভ্রান্তির মাধ্যমে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ আমজাদ হোসেন। এছাড়া জেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে যুবদলের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঝিনাইদহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা

বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

সেসময় জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, সহ-সভাপতি আরিফুল ইসলাম আনন, নাসের আহম্মেদ সোহাগ, আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আবুল বাশার বাশি, সাংগঠনিক মোস্তাক আহম্মেদ, যুগ্ম সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ সোহেল, সদর থানা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফ হোসেন, সদস্য সচিব জুলফিকার আলী ভুট্টো, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মামুন, সদস্য সচিব মুক্তার হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে যুবদলের নেতাকর্মীরা এইচ এস এস সড়ক, পায়রা চত্বর, পোস্ট অফিস মোড়, কেসি কলেজ এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকার সড়ক, ড্রেন ও আশপাশের জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন। একই সঙ্গে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করতে ফগার মেশিন নিয়ে মশক নিধন ঔষধ স্প্রে করেন। পাশাপাশি বাসাবাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে স্থানীয়দের সচেতন করেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে বিএনপির জনসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নে বিএনপির ৩১ দফা ও দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব জনগণের মাঝে তুলে ধরতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন,

সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং শ্যামপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য পাঞ্জাব মণ্ডল।

শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চালনায় জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘এ দেশে ভারতের রাজনীতি চলবে না। বাংলাদেশের জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কষ্ট করেছেন। তিনি যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা না দিতেন, তাহলে আমরা সিকিমের মতো অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতাম।’

তিনি আরও বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষকই নন, তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সেক্টর ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন। মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি চাইলে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে দেশের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের কাছে হস্তান্তর করেছেন।’

কামরুল হাসান বলেন, ‘পরবর্তীতে আমাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপনাদের জন্য কষ্ট করেছেন। সর্বশেষ বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানও আপনাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাই এই দেশকে যদি রক্ষা করতে চান, এই দলকে যদি রক্ষা করতে চান এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন চান, তাহলে আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

জনসভায় উপস্থিত বিএনপির নেতাকর্মীরা বলেন, আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দল থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, জনগণ যেন তাকেই ভোট দেন। এ সময় তারা শ্যামপুর ইউনিয়নের বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে সাহিদুল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির বাসভবন বঙ্গভবনে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে জাভেদ মাসুদ মিল্টন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সঙ্গে মেহেরপুরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন বলে জানা গেছে।

সরকারকে সহযোগিতা না করে লংমার্চের নামে লংড্রাইভ করছে জামায়াত

গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট এখন জাতীয় সংকট, এই সংকট সমাধানে সরকার ও বিরোধী দলকে একসঙ্গে কাজ করা দরকার। কিন্তু জামায়াত এই সংকট সমাধানে সরকারকে সহযোগিতা না করে লংমার্চের নামে লংড্রাইভ করছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। এই জামায়াত ৯৬ এর বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করেছিল। জ্বালানি সংকটকে পুঁজি করে জামায়াত এখন আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভ করার সাহস যোগাচ্ছে।

রবিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার তেতুলতলা

সম্পাদক আলমগীর হোসেন আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইমরান হোসেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দীনসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সভায় অংশ নেন।